স্কুলের নামঃ গজঘন্টা হাই স্কুল ও কলেজ

শত বৎসর পূর্বে ১৯০৬ ইং খৃষ্টাব্দে তিস্তার শাখা মানস নদীতে অবস্থিত প্রমাধ্যম বন্দরের অদূরে জমিদার অধুষ্ঠিত অঞ্চলে (বাবু/সুখী পাড়ায়) গঙ্গাচড়া বাসীর (রংপুর জেলার) বহুদিনের আকাঙ্খিত বাসনা বাস্তবায়নের শুভলগ্নে জন্ম হয়েছিল বর্তমান "গজঘন্টা হাইস্কুল ও কলেজ" সুদীর্ঘ একশত বৎসর পরেও আজকের শতবর্ষ পূর্তিতে তা উজ্জ্বল দীপ শিখারূপে সমস্ত আজ্ঞানতার অন্ধকারকে দূর করে জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে চলছে । অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বলতে গেলে জমিদার অধুষ্ঠিত অঞ্চলের জমিদারদের কথা প্রথমেই বলতে হয়। এই অঞ্চলে বাস করতেন, বাবু ঈষান চন্দ্র রায় চৌধুরী, বাবু কেশব চন্দ্র রায় চৌধুরী, বাবু সতীশ চন্দ্র রায় চৌধুরী, বাবু নলিনী কান্ত বাবু উমা কান্ত সাহা নামের প্রমুখ জমিদারবৃন্দ। তাঁরা প্রতিদিন সকাল

সন্ধ্যা হাতীর পিঠে চড়ে ভ্রমণে বের হতেন। হাতীর গলায় ঘন্টা ঢং ঢং করে বাজতে থাকতো এবং তা শুনা যেত বহুদুর পর্যন্ত। একদা মানস নদী পাড়ি দেওয়ার সময় এক জমিদারের হাতীর গলার ঘন্টা ছিড়ে যায়। এই ঘটনা থেকেই ধরা হয় এই অঞ্চলের নাম করণ হয় গজঘন্টা (হাতীর ঘন্টা) যার পূর্ব নাম ছিল ব্রম্যধাম (প্রমাপুর নদীর পাড়ের পূজা অর্চনা অঞ্চল)।

২০২৩ সালে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাঃ

শ্রেণি	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	
৬ষ্ঠ শ্রেণি	বালক	১১৫
	বালিকা	৯৬
৭ম শ্রেণি	বালক	১০৪
	বালিকা	১১৬
৮ম শ্রেণি	বালক	১১২
	বালিকা	১০৭
৯ম শ্রেণি	বালক	৮৩
	বালিকা	১২১
১০ম শ্রেণি	বালক	৭৮
	বালিকা	১০৮
একাদশ	বালক	২৫
	বালিকা	৭৫
দ্বাদশ	বালক	১২৩
	বালিকা	৫৪

জমিদার বাবু ঈষান চন্দ্র রায় চৌধুরী ছিলেন ইউনিয়ন কাউন্সিল প্রেসিডেন্ট। প্রেসিডেন্ট থাকাকালিন সময়ে তিনি পাঁচটি প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠানগুলি হল (১) মাহিষাশুর প্রাইমারী স্কুল, (২) ছালাপাক প্রাইমারী স্কুল, (৩) রাজবলব প্রাইমারী স্কুল (৪) কিসামত হাবু প্রাইমারী স্কুল এবং (৫) গজঘন্টা প্রাইমারী স্কুল। গজঘন্টা প্রাইমারী স্কুলটিতে শুধু ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত চালু ছিল। তৎকালীন ডেপুটি ইন্সপেক্টর রহিম উদ্দিন আহমদ এর ১ মার্চ ১৯০৭ সালের পরিদর্শন মন্তব্য থেকেই ধরে নেওয়া হয় ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠানটি প্রথম গজঘন্টা এম.ভি স্কুলে রূপান্তরিত হয়। ১৯১৮ সালে গজঘন্টা এম.ই স্কুল চালু হয়।

১৯৩৭ সালে জুনিয়ার এম.ই স্কুল অনুমোদন লাভ করে। ১৯৩৯ সালে মি. বিস. ফ্রী স্কীম ডিস্টীক স্কুল বোর্ডের আওতায় প্রাইমারী সেকশন এবং মেডেল সেকশন পৃথক হয়। প্রতিষ্ঠান চলতো ছাত্রবেতন, ডিস্টীক বোর্ডের অনুদান এবং জামিদারগণের অনুদান দিয়ে।

স্কুলের নামঃ তালুক হাবু দ্বি-মূখী উচ্চ বিদ্যালয়

তালুক হাবু দ্বি-মূখী উচ্চ বিদ্যালয়টি ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। যাহার পশ্চিমে গংগাচড়া ইউনিয়ন, পূর্বে গজঘন্টা বাজার, উত্তরে বুড়িরহাট, দক্ষিণে লক্ষ্মীটারী ইউনিয়ন পরিষদ। স্কুলটি তৎকালিন কিছু শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটির ছাত্র-ছাত্রীদের খেলাধূলায় বিশেষ পারদর্শীতা রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি শীতকালীন এ্যথলেটিক্স খেলায় বিভাগীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়ে জাতীয় পর্যায়ে খেলার গৌরব অর্জন করে।

প্রতিষ্ঠিত সাল ঃ ১৯৯২খ্রিঃ

প্রধান শিক্ষকের নাম ঃ কমল কান্তি রায়

মোবাইল নং ঃ ০১৭১২-৬৮৭৩১২

২০২৩ সালে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাঃ

শ্রেণি	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	
৬ষ্ঠ শ্রেণি	বালক	৩০
	বালিকা	৩৪
৭ম শ্রেণি	বালক	৩৭
	বালিকা	৫৮
৮ম শ্রেণি	বালক	৪৫
	বালিকা	৪৮
৯ম শ্রেণি	বালক	২৮
	বালিকা	৬৪
১০ম শ্রেণি	বালক	৩৩
	বালিকা	৬৩
মোট	বালক	১৭৩
	বালিকা	২৬৭

স্কুলের নাম ঃ রাজবল্লভ উচ্চ বিদ্যালয়

গজঘন্টা ইউনিয়নের রাজবল্লভ একটি ঐতিহ্যবাহী গ্রাম। এই গ্রামটিতে অনেক শিক্ষিত লোকের বসবাস। এখানকার লোকজন শিক্ষাদীক্ষায় অনেক এগিয়ে। তারই ফলশ্রুতিতে গজঘন্টা ইউনিয়নের রাজবল্লভ গ্রামের শিক্ষিত মহল শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে এ গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রয়োজন মনে করেন। এরই ধারাবাহিকতায় এলাকার কতিপয় যুবক ও গণ্যমান্য শিক্ষিত ব্যক্তিরা রাজবল্লভ গ্রামে একটি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং গ্রামের নামানুসারে নামকরণ করা হয়। বর্তমানে যাহার নাম রাজবল্লভ উচ্চ বিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠানটির জমিদাতা বীরমুক্তিযোদ্ধা মরহুম নুরুল ইসলাম। তিনি প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাও বটে।

প্রতিষ্ঠিত সাল ঃ ১৯৯৪ খ্রিঃ

শিক্ষকের সংখ্যা ঃ ১৪ জন, (১২ জন স্থায়ী), (২ জন খন্ডকালীন)

প্রধান শিক্ষকের নাম ঃ মোঃ আব্দুল বাকী

মোবাইল নং ঃ ০১৯২৪-৮১৫৪১৮

২০২৩ সালে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাঃ

শ্রেণি	শিক্ষার্থীর সংখ্যা
৬ষ্ঠ শ্রেণি	৭৭ জন
৭ম শ্রেণি	১২২জন
৮ম শ্রেণি	৯৭জন
৯ম শ্রেণি	৯৯জন
১০ম শ্রেণি	৯৫ জন
মোট	৪৯০জন